# তরজমাই অর্জন : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রম নিষ্ঠা অবদান

অভীক মজুমদার

১

কলেজস্ট্রিটের ফুটপাথে বহু বইয়ের পসরা। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি বই, 'হৃৎপিণ্ডের শব্দ', অনুবাদ শান্তনু কুমার। বহু অকিঞ্চিৎকর বইয়ের পাশে এক কোনায় তাচ্ছিল্য মেখে বসে আছে ওই বইটি। হাতে তুলে দেখি এ হলো দশটি ভাষান্তরিত গল্পের সংকলন। গল্পকারদের মধ্যে আছেন এডগার অ্যালেন পো, আন্তন চেখভ, ও হেনরি, সমারসেট মম, রোয়াল্ড ডাল প্রমুখ বাঘা বাঘা লিখিয়েরা। ২০২১ সালের সেই বিকেলে আমার হৃৎপিণ্ড অবশ্য স্তব্ধ হয়ে গেল অন্য একটি কারণে। সূচিপত্রে লেখা আছে, 'মুখবন্ধ - মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়'! চার পৃষ্ঠার সেই আলোচনায় অনুবাদ বিষয়ে মৌল ভাবনাগুলি বিচ্ছুরিত হয়েছে। এই লেখাটির কোন হদিশ আমি পাইনি। কোথাও এর চিহ্ন রক্ষিত পর্যন্ত নেই। শ্রীমতি হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও না। ২০০৩ সালে 'অবভাস' প্রকাশনা থেকে গ্রন্থিত এটি। পড়তে পড়তে মনে হলো, মানববাবু স্যারকে নিয়ে এ এক অপরিসীম, বহমান সমস্যা। তাঁর প্রয়াণের পর তো আরও বিস্মৃতির আঁধারে তলিয়ে গেল কত অজানা লেখালেখি, তরজমা, মুখবন্ধের সম্ভার। শেষ দিকে স্মৃতিশক্তিও বেশ খানিকটা ঝাপসা হয়ে এসেছিল। তবুও টিভির সামনে বসে নানা জরুরি উদ্ভাস এবং উপদেশ শোনাতেন আগ্রহীকে। তিলজলা থানার পাশে পূর্বা আবাসনের ঘরটিকে আজও চোখ বুজলে হুবহু দেখতে পাই। এমনকি শুনতে পাই স্যারের গলার শব্দ। মালতীদি-র চা করার শব্দ।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল শ্রম এবং অনুসন্ধিৎসার প্রকাশে বিহ্বল তাঁর বন্ধুরা প্রধানত অধ্যাপক শিশিরকুমার দাসের অধিনায়কত্বে তাঁকে ডাকতেন 'অনুবাদেন্দ্র' নামে। বাংলা তরজমার ইতিহাস দীর্ঘ, নানা তরঙ্গে আধুনিক যুগ থেকে আদি-মধ্যযুগ হয়ে এমনকি আদি যুগের দিকে প্রবাহমান। সেই ইতিহাস কল্লোলের মণিমুক্তোখচিত চালচিত্রে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকক্ষ কাউকেই সম্ভবত পাওয়া যাবে না। এত দীর্ঘ তাঁর তরজমার কাল, এত লম্বা তাঁর তরজমাগ্রন্থের তালিকা! উপরন্তু, অনুবাদের গতিপথে এত বিচিত্র সাহিত্যবর্গ, এত যুগের, এত ভাষার, এত অবস্থানের লেখালেখি তিনি অনায়াসে করতলে ধরেছেন, তাঁর মতো দক্ষতা এবং অন্তর্দৃষ্টি — আর কার ছিল বা আছে?

২

বাংলা ভাষায় বিশেষত, অন্য অনেক তৃতীয় এবং প্রথম বিশ্বেও খানিক, অনুবাদক সম্পর্কে এক ধরনের

ঔদাসীন্য এবং অবহেলা আছে। যেন, তরজমা খুবই হেলাফেলার এক কাজ। খানিকটা অবসর এবং দুটি ভাষার মোটামুটি জ্ঞান থাকলেই অনায়াসে 'নামিয়ে দেয়া যায়'! শুধু ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক তথা সারস্বত মহলেই নয়, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ, ছড়াকার, চলচ্চিত্রকার, গায়ক, চলচ্চিত্রচর্চার মতান্ধ শিক্ষক — সকলেই অনুবাদ সম্পর্কে একটু তাচ্ছিল্য পোষণ করেন। বিষয়টা অবশ্য, ঠিক উল্টো। আবার, ফিরে যাব মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সারা জীবনের দায়িত্ব এবং সৃষ্টিশীলতার প্রসঙ্গে। সারা বিশ্ব জুড়েই অনুবাদ বা তরজমার এক ধরনের 'রাজনীতি' আছে। উপনিবেশ এবং আলোকপর্বের (Enlightenment) সূত্র ধরে বলা চলে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের প্রচার এবং প্রভাবে কালামানুষের দিগ্‌দর্শন। কথাটা আরো খোলসা করে বলি। বিশ্বসাহিত্য বা ওয়ার্ড লিটারেচার বলতেই আমাদের আশি-নব্বই শতাংশ শুরু করবো ইউরোপ-আমেরিকা(উত্তর)-অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্য আর সাহিত্যকারদের কথা। এর সঙ্গে আবার জুড়ে থাকে নোবেল পুরস্কার, বুকার প্রাইজ, পুলিৎজার প্রাইজ, রাইটার্স প্রাইজ — এইসব ইউরো-মার্কিন বিশাল সম্মানের নাম, যার অধিকাংশেরই দাবি ইংরেজি বা নিদেন কোনও পশ্চিম ইউরোপীয় ভাষার। বিজিত বা উপনিবেশিত মানুষের সাহিত্য বা ভাষার অবস্থান সেখানে প্রান্তিক। অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবে তত শক্তিশালী নয় এমন ইউরোপীয় ভাষা এবং জনগোষ্ঠীও ঠিকমতো পৃথিবীর কর্তৃত্বময় সাহিত্য-ভূখণ্ডে কঙ্কে পায় না। পূর্ব ইউরোপের ভাষা এবং সাহিত্য নিয়েও একথা বলা চলে। ঠিক এখানেই মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্ময়চিহ্নের মতো আবির্ভূত হন। তিনি তাঁর জীবনব্যাপী 'অনুবাদ সাধনা'-র মাধ্যমে পাঠক এবং ঘনিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখিয়ে গেলেন।

তরজমাকারী প্রথমে হবেন একজন সন্ধানী, মননশীল, সাহিত্যবোধসম্পন্ন পাঠক। কেননা তিনি তিরিশ-চল্লিশ বই পড়ে সিদ্ধান্ত নেবেন কোন লেখকের কোন বইটি তিনি অনুবাদ করবেন। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত কত সহস্র লেখা, লেখক এবং তুলনামূলক বিচার থেকে এই সিদ্ধান্ত এবং নির্বাচন সম্ভব! তারপর সেই লেখার অনুবাদের প্রস্তুতি। বিভিন্ন সাহিত্যবর্গের মধ্য থেকে কোনও একটিকে বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া। তারপর সমস্ত বিদ্যাটিকে নিয়ে তরজমায় প্রবৃত্ত হওয়া। বলা চলে, এই দ্বিবিধ ভূমিকা অর্থাৎ উচ্চস্তরের পাঠক এবং নিপুণ অনুবাদক — দুটিই তিনি করায়ত্ত করেছিলেন। কজন এমন পারেন? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একার হাতে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচির আমূল পরিবর্তন এবং সংস্কার করেছিলেন। তাকে 'সমকালীন' করে তুলেছিলেন।

আজ মুখে মুখে ফেরে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ এবং তাঁর বিশ্বজয়ী উপন্যাস (ইংরেজি অনুবাদে) 'হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচিউড'-এর কথা। উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল ১৯৬৭ সালে, ইংরেজি অনুবাদ ১৯৭০ সালে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক উদযোগে গ্রন্থটি স্নাতক পাঠক্রমে যুক্ত হয় ১৯৭৪ সালে। এরপর গার্সিয়া মার্কেজ নোবেল পুরস্কার পাবেন এই উপন্যাসের জন্য ১৯৮২ সালে! মানবেন্দ্র এক্ষেত্রে পাঠক হিসেবে অবিস্মরণীয়! তাঁর নির্বাচনে কোনও ভুল ছিল না! অন্যদিকে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের বহু সাহিত্যকীর্তি তিনি বাংলায় তরজমা করেন। শুধু তাই নয়, প্রতিটি অনূদিত গ্রন্থের শেষে তিনি 'পরিশিষ্ট' অংশ জুড়ে দেন। সেখানে গার্সিয়া মার্কেজ এবং তাঁর উপন্যাসের গুরুত্ব, দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতা, বিশ্বসাহিত্যে অবদান এবং রচনাশৈলীর নিজস্ব দেশকাল সমাজ সংস্কৃতি সবই ব্যাখ্যা করেন। এর ফলে বাঙালি পাঠক ধীরে ধীরে সাবালকত্ব অর্জন করেন। দেশদুনিয়া ইতিহাস ভূগোল রাজনীতি সমাজনীতি সব মিলিয়ে মিশিয়ে তিনি পাঠকের চক্ষুদান করেন।

৩

মানবেন্দ্র ছিলেন বুদ্ধদেব বসু-র প্রিয় ছাত্রদের একজন। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, অনুবাদের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণের পেছনে বহুলাংশে বুদ্ধদেব বসু-র প্রভাব আছে। এই কথাটি বললে হয়তো আংশিক সত্য উচ্চারিত হবে। কেননা, বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যপাঠ এবং সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতবিরোধ অনেক। বুদ্ধদেব বসু প্রধানত ইউরোপীয় এবং পশ্চিমা সাহিত্য, মার্কিন সাহিত্য, শ্বেতাঙ্গ সাহিত্যেই স্থিত। ফলে, তাঁর আমলে ওইদিকেই জোর পড়েছিল। কিন্তু মানবেন্দ্র তাদের নিশ্চিন্তে দূরে সরাতে লাগলেন। তিনি তাঁর বিকল্প রাজনীতি এবং বিকল্প সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাস ততদিনে খুঁজে পেয়েছেন। ফলে কেন্দ্রে এল উপেক্ষিত ভূখণ্ড, জনজাতি, সভ্যতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং এক অত্যাশ্চর্য উড়ান। বাংলা সাহিত্য পাঠকের চোখের সামনে ক্রমে খুলে যেতে লাগলো এক বিপুল দুনিয়া। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের মধ্যে একজন মানবেন্দ্র ছিলেন, যিনি বিপুলা এ পৃথিবীর অজানা দেশে আমাদের সফর করালেন, মুক্তি দিলেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক ভাষা-সাহিত্যের হাল আমি জানি। এখনও বহুলাংশে তাঁরা পশ্চিম ইউরোপের বস্তাপচা একঘেয়ে চক্করে ঘুরে যাচ্ছে, পড়ছে এবং পিছিয়ে পড়ছে। নতুন পরীক্ষা, নতুন জগৎ, নতুন ভূগোল, নতুন ইতিহাস, নতুন জনপদ এবং নতুন প্রতিরোধের কোন হদিশই তারা পাচ্ছে না।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ-উড়ান আরও একটি আবশ্যক অভিমুখ ছুঁয়ে থাকলো। সেটি হল আন্তঃরাজ্য পরিক্রমা। তাঁর ভৈকম মুহাম্মদ বশীরের গল্প অনুবাদ, ভেদ-বিভেদ বা পাঁচ খণ্ডে ভারতীয় গল্পের জরুরি সংকলন, ভারতীয় কবিতার সংকলন 'স্ফুলিঙ্গ'। এছাড়া আরও নানা সাহিত্যানুবাদ পাঠকের ঝুলি সমৃদ্ধ করলো। নিয়ে এল নতুন এক মাত্রা।

বিদেশি সাহিত্য বা দেশী সাহিত্য সর্বত্রই তাঁর সিরিয়াস সাহিত্যপাঠকমন সক্রিয় থাকতো। ফলে, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনে এবং নির্বাচনে আমরা বিশ্বসাহিত্যের এক অনিঃশেষ সম্ভার পেতে শুরু করলাম। এর একটা 'বিকল্প' রাজনীতিও আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উপনিবেশবাদী দেশ, রাষ্ট্র এবং শক্তির উল্টোদিকে মানবেন্দ্রর পক্ষপাত। যাকে পরিভাষায় বলে 'তৃতীয় বিশ্ব'। এই দেশের সাহিত্যগুলির মধ্যে একটা অভিজ্ঞতাবাহিত নৈকট্যও আছে। 'ক্ষুধা', 'দারিদ্র্য', 'বঞ্চনা', 'নারীকণ্ঠ' থেকে 'অসাম্য' 'হিংসা' 'ঘৃণা' 'আত্মপরিচয়' এইসব হরেক বিষয়ে লেখা কাহিনি বা কাব্যে বা নাটকে চমকে ওঠার মতো সাদৃশ্য আছে। মান্টো আর চুগতাই, আমা আটা আইডু কিংবা কার্লোস ফুয়েন্তেস থেকে পেটার বিকসেল আর পান্নালাল প্যাটেল মিলেমিশে যান সামীপ্যে। মানবেন্দ্র যেন দূর থেকে আমাদের শেখান এ সব নব দৃষ্টিভঙ্গি। দক্ষিণ-দক্ষিণ সংলাপ! অর্থাৎ উপনিবেশিত দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলির নিজস্ব আদানপ্রদান, সাহেব প্রভাব কাটিয়ে নিজস্ব পথ এবং ইতিহাস সন্ধান। পাবলো নেরুদার 'মাচুপিচুর শিখর থেকে' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে বারংবার তিনি পড়তে বলতেন।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষাজ্ঞান এবং অনুবাদ পদ্ধতি বিষয়ে দু-একজন 'নির্বোধ', চোখে 'অক্ষম পিচুটি' লাগা অধ্যাপক কিছু আপত্তি তুলেছেন। তাঁদের মোদ্দা কথা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মূল ভাষা তত ভালো জানতেন না, তিনি দৌত্য করাতেন ইংরেজি দিয়ে, ফলে তাঁর তরজমাগুলি বর্জনীয়। কথাটি অর্ধসত্য। মানবেন্দ্রবাবু যে ভাষাগুলি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন তার প্রায় প্রত্যেকটি সম্পর্কেই তাঁর প্রাথমিক ধারণা ছিল। দ্বিতীয়ত, অনুবাদক মানবেন্দ্র, সম্ভবত তাঁর শিক্ষক বুদ্ধদেব বসু-র ধরনে প্রত্যেক অনূদিত সাহিত্যকারের দেশ কাল সময় প্রবণতা এবং বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বিস্তারে আলোচনা করতেন। যাতে, পাঠকের পক্ষে সেই লেখককে আস্বাদনে সুবিধে হয়। এই পদ্ধতি বাংলার বেশিরভাগ অনুবাদক অনুসরণ করেন না। অন্যদিকে, যে সমালোচকেরা এইসব মন্তব্য করছেন, তাঁদের মূল ভাষা জানা থাকলেও

সাহিত্যরূপ চর্চার অভিজ্ঞতা বেশ নগণ্য। ছন্দ, মিল এমনকি বাক্যগঠনও কাঁচা। ফলে, ভাষা জানার দম্ভে পদ্মবনে হস্তীবৎ তাঁরা তরজমাকে ছারখার করে চলেছেন। কোনও সন্দেহ নেই, মূল ভাষাকে তন্নিষ্ঠভাবে জানা এবং তাকে দক্ষতার সঙ্গে অন্য ভাষায় রূপান্তর করতে নিষ্ঠা, শ্রম, অনুশীলন, অন্তর্দৃষ্টি এবং কুশলতা লাগে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমালোচনা করার বদলে যদি তাঁরা একটু শিল্পরূপচর্চায় সময় দিতেন! আমি তাঁদের কিছুতেই বোঝাতে পারি না, রবীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্পূর্ণ অনুবাদজগৎ থেকে বাতিল করার যুক্তি আছে কি? একথাও মনে রাখা ভালো, বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ারের কবিতা অনুবাদ তীব্র অভিঘাত তৈরি করেছিল তৎকালীন এবং পরবর্তী কাব্য পরিসরে, ফরাসিবিদ্ অরুণ মিত্রের মূলভাষানুগ তরজমা কিন্তু তেমন পারেনি।

৪

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনুবাদের মূল তিন চারটি ক্ষেত্র নির্বাচন করে নিয়েছিলেন তাঁর রাজনীতির সমান্তরে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তারিত, অনুপুঙ্খ আলোচনার নিরিখেই, বলা চলে বাংলা 'পোস্ট কলোনিয়াল' এবং 'পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট' চিন্তাচর্চার বেশ কিছু রসদ মেলে। তাঁর অজস্র অনুবাদের সম্ভারটি, আগেই বলেছি, আংশিক। তিনি নিজেও পুরো তালিকা মনে করতে পারতেন না, প্রকাশতথ্যও ছিল আবছা। সম্প্রতি তাঁর সমস্ত লেখালিখির এক সুনির্দিষ্ট গ্রন্থপঞ্জি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে শ্রীমতি হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। তাঁকে সাহায্য করছেন দুই পরিশ্রমী গবেষিকা শ্রীমতি তিয়াস বসু এবং শ্রীমতি তিতির চক্রবর্তী। খণ্ডে খণ্ডে এই সূত্রে মানবেন্দ্র রচনাবলি প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন দে'জ পাবলিশিং।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুরো ভরকেন্দ্রটি সরিয়ে আনলেন পশ্চিম ইউরোপ থেকে অন্যান্য মহাদেশ এবং বহুস্বরে। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের দিকে তাঁর প্রধান নজর। পাশাপাশি এল ক্যারিবিয়ান এবং প্রান্তিক নানা দ্বীপপুঞ্জের প্রসঙ্গ। একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় তাঁকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'কোন সাহিত্যরূপ তরজমা করা কঠিনতম এবং জটিলতম বলে মনে হয়? 'উত্তরে বলেছিলেন, 'নাটক। কেননা, চরিত্রের সংলাপ দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব, সময় এবং অবস্থানের ধরতাইটা ভাষান্তরে আনতে হয়।'

এই সূত্রে বলতেই হবে তাঁর বিপুল পঠন অভিজ্ঞতার কথা। একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বাংলা সাহিত্যপাঠ, অনুবাদচর্চা এবং তুলনামূলক সাহিত্যবীক্ষণের চলমান বিশ্বকোষ। যে যেখানে সাহিত্য বা সাহিত্যকার নিয়ে সমস্যায় পড়তেন, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হতেন। তখন দেখতাম মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু নির্ভুল উত্তর দিতেন তাই নয়, ঐ লেখক এবং তাঁর লেখা বিষয়ে প্রচুর অজানা বৃত্তান্ত এবং তথ্য উপহার দিতেন।

কত বিচিত্র সম্ভার তাঁর অনূদিত গ্রন্থাবলির অভ্যন্তরে লুকোনো রয়েছে। একদিকে 'মূলধারা' অন্যদিকে 'প্রান্তিক ধারা', উপনিবেশের অন্তর্ঘাতী লেখককুল এবং উপনিবেশবিরোধী কতশত লেখক — সবাই মানবেন্দ্রের পরশে বাংলা সাহিত্যে হৈ-হৈ করে ঢুকে পড়েছেন এবং স্বীকৃতি পেয়েছেন। হাসতে হাসতে মহা-ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় একবার বলেছিলেন, 'মানব সব লেখকদের নাম ঘরে বসে বানায়। পোপা, পার্‌রা, কানাফানি — এসব নাম হয় নাকি! মজাটা হলো, মানব এইসব কাল্পনিক লেখকদের বই বাংলায় এনে প্রকাশ করার পর এঁরা সব নোবেল পুরস্কার পান!' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আখ্যান, কবিতা, নাটক — সমস্ত সাহিত্যবর্গেই তিনি একক এবং অপ্রতিরোধ্য। মসৃণ, সাবলীল ভাষায় দৃপ্ত প্রবাহে তিনি মুগ্ধ করেন পাঠককে। এমনকি শিশুসাহিত্য তরজমাতেও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলনাহীন। কত অজানা দেশের শিশু-কিশোরের সঙ্গে আমরাও মেতে উঠেছি অ্যাডভেঞ্চারে। অনুবাদক মানবেন্দ্র ছিলেন সেই উৎসবের প্রধান আয়োজক।

৫

সম্প্রতি খুব জরুরি একটি কাজ করেছেন সম্পাদক শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৮টি দুষ্প্রাপ্য অমূল্য সাক্ষাৎকার তিনি একসঙ্গে প্রকাশ করেছেন ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে। বইয়ের নাম 'সাক্ষাৎ মানবেন্দ্র'। প্রকাশক : দশমিক। বইটির উত্তরকথন লিখেছেন মানবেন্দ্রছাত্র পরাক্রমী চিন্তাবিদ অধ্যাপক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বই থেকে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন সাধনার একটি সম্যক রেখাচিত্র আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে। কত অসীম নিষ্ঠা, শ্রম এবং দায়বদ্ধতায় তিনি গড়ে দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের এমন এক বিশাল বাতায়ন, তার তুলনা হয় না।

তাঁর সঙ্গে বেশ কিছু কর্মশালায় একেবারে পাশে বসে তরজমা করার সুযোগ পেয়েছি। দেখেছি কত যত্নে তিনি একের পর এক খসড়া তৈরি করতে করতে, অনবরত কাটাছেঁড়া করতে করতে এগোন। এক একটি আট-দশ পংক্তির কবিতা তরজমা করতে তাঁর অন্তত সাত-আটটি (গড়ে) খসড়া তৈরি হতো। সেগুলি দলামোচা করে তারপর ফেলে দিতেন, আবার নতুন পৃষ্ঠায় ঝুঁকে পড়তেন। আমাকে প্রায় হাতে ধরে তরজমা করতে শিখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বিশেষত কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে সেই ভাষার কোনও 'নেটিভ স্পিকার'-কে দিয়ে কবিতাটি জোরে জোরে পড়িয়ে নিতে। কবিতার ক্ষেত্রে শুধু রৈখিক-আক্ষরিক অবয়ব নয় তার ধ্বনি-নকশাও গুরুত্বপূর্ণ। তার ছন্দ, লয়, অন্ত্যানুপ্রাস, রিদ্‌ম, গীতিময়তা এবং যতি সবই তো আনতে হবে অনুবাদে! অন্যদিকে, তীব্র অনীহা ছিল ভাবানুবাদে। বলতেন, কিছুতেই দেশীয় করবে না চরিত্র বা পরিপ্রেক্ষিত। তাহলে মূল সংস্কৃতি এবং দিগন্ত পাঠকের কাছে অধরাই থেকে যাবে। মেক্সিকোর উপকূলকে দীঘায় টেনে আনার কোনও মানে হয় না!

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একাই একশো! তিনি তরজমার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন বাংলা ভাষাসাহিত্যের ধারণক্ষমতা। বাড়িয়ে দিয়েছেন তার স্থিতিস্থাপকতা, তার ব্যবহারিক শব্দভুবন। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা এবং দৃশ্য দিয়ে উস্কে দিতে চেয়েছেন পাঠকের কল্পনাশক্তি এবং জ্ঞানগম্যি।

শেষদিকে একা হয়ে গিয়েছিলেন খুব। চোখের অসুখে খানিকটা বিরক্ত এবং ক্লান্তও। তখনও মুখে মুখে অনুবাদের কাজ করতেন। কোভিডের হাতে তাঁর প্রয়াণ ঘটলো ২০২০ সালের ৪ আগস্ট। জন্মেছিলেন ১৯৩৮ সালের ২৫ এপ্রিল। তাঁর শেষকৃত্য সেই ভয়ংকর সময়ে অজানা অচেনা কোনও স্থানে সম্পন্ন হয়। তখন এতই কড়াকড়ি যে লকডাউনের মধ্যে কেউ পৌঁছতেই পারেননি। আমার তো জাদুবাস্তবতার কথা মনে হয়। গড়িয়াহাট এবং পার্ক সার্কাস মোড়ে হয়তো কোনও বিকেলে দেখবো হাসতে হাসতে তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। হাতে সদ্য প্রকাশিত কোনও অনুবাদগ্রন্থ। যে-লেখকের নাম কস্মিনকালে শুনিনি। তারপর হদিশ পাব আশ্চর্য কোনও লোকালয়, জনসভ্যতা আর সংস্কৃতির। তিনি হাসতে হাসতে বলবেন, 'কী যে করো তোমরা। এটাই জানতে না?' স্যার, আমি অপেক্ষা করছি।

**অভীক মজুমদার** : কবি, প্রাবন্ধিক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।